Chapter Note - R.B.M. Language

Date -
Time -

• ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন (Origin and Evolution of Language):-

ইংরেজি Language শব্দটি এসেছে প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষা, Lingua থেকে যা Tongue, Speech অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার কেউ কেউ মনে করেন - ইংরেজি Language শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে ফরাসি ভাষা থেকে যা Langauge এর সাথে সম্পর্কিত, অন্যমতে, Language শব্দটি Langu-এর সাথে সম্পর্কিত যা ল্যাটিন শব্দ Langua থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে,

বহুদিন ধরে মানুষের মনে প্রশ্ন যে কীভাবে ভাষা শুরু হয়? কীভাবে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ভাষা বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। আজও এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য নেই যে তা ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে পারে. তাই ভাষার উৎস তত্ত্ব সাধারণত- অনুমানের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে। বহু ভাষাগত- অষ্টাদশ শতাব্দী পর শতাব্দী ধরে ভাষাটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তৈরি হয়েছে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোন তত্ত্ব উল্লেখ করতে পারেনি। এছাড়া বিভিন্ন ভাষা বিদ, নৃতত্ত্ববিদ ভাষার উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন, তবে ম্যাক্স মুলার (Max Muller, 1861) ভাষার উৎপত্তির যে তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম,

• ভাষার উৎপত্তিগত তত্ত্ব (Theory of Origin of Language):-

1861 সালে বিখ্যাত জার্মান ঐতিহাসিক ভাষাবিদ ম্যাক্স মুলার (Max Muller, 1861) কর্তৃক ভাষার উৎস সম্পর্কে যে তত্ত্ব উল্লেখ করেছেন তা আলোচনা করা হল,

1. বো ওয়ো তত্ত্ব (The Bow Wow or Cuckoo Theory):-

প্রথমদিকে পশু পাখির কান্নার বা ডাকের মধ্যে বিভিন্ন শব্দের অনুকরণ ঘটে। এছাড়া মানুষের বিভিন্ন Speech এর মাধ্যমে যে সকল শব্দের (Sound) অনুকরণ ঘটেছিল তা হল Bow-Wow, Moo, Baa ইত্যাদি।

2. পুহ পুহ তত্ত্ব (The Pooh Pooh Theory):- এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন বক্তব্যের (Speech) ধরন, যেমন ব্যথা, বেদনা, ভয়, বিস্ময়, হাসি চিৎকার ইত্যাদি আবেগ যা স্বত:স্ফূর্তভাবে ভয়েস (voice) আকার দেয়।

Scanned with CamScanner

* কিন্তু প্রাণীরা যে সকল শব্দ করে তা তারা ভাষায় পরিণত করতে পারে না।

3. ডিং ডং তত্ত্ব (The Ding Dong Theory):— এই তত্ত্ব অনুযায়ী বিশ্বের সমস্ত বিষয়ের একটি প্রাকৃতিক কম্পন অনুরণন হয়। যা মুলার ডিং ডং তত্ত্বের প্রস্তাব দিয়েছেন।

4. ইয়ো-হে-হো তত্ত্ব (The Yo-He-Theory):— এই তত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন বক্তব্যের ধারণা প্রকাশ হয় ছন্দোবদ্ধ সুরের দ্বারা, যা মানুষ তার শারীরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কথোপকথন করে। এক্ষেত্রে মানুষ শারীরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে শব্দের প্রকাশ পায়।

5. টা টা তত্ত্ব (The Ta Ta Theory):— টা টা তত্ত্বটি 1930 সালে স্যার রিচার্ড প্যাগেট প্রস্তাব দেন। এই তত্ত্বের মতে, মানুষের জিহ্বার অনুকরণ দ্বারা প্রথম শব্দ তৈরি হয়। ম্যানুয়াল অঙ্গভঙ্গি অনুকরণ করতে জিহ্বা এবং মুখের অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার থেকে বক্তৃতা (Speech) এসে পড়ে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে – টা টা শব্দ বলতে জিহ্বা সঙ্গে বিদায় (গুডবাই) শব্দটি ওয়েভিং (waving) হয়। কিন্তু আমরা যে বিষয়ে কথা বলি তার বেশিরভাগই তার সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের অঙ্গভঙ্গি নয়।

• ভাষার বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of Languages):—

যদি ভাষাকে কেবলমাত্র যোগাযোগের একটি উপায় হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তবে এটি মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ একটি বৈশিষ্ট্য নয়, কিন্তু মানুষের ভাষার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য প্রাণীদের যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলিতে দেখা যায় না। মানুষের ভাষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার সৃষ্টিশীলতা বা সৃজনী ক্ষমতা, যা হল মৌলিক ভাষিক এককগুলিকে সংযুক্ত করে অসীম সংখ্যক বৈধ বাক্য সৃষ্টির ক্ষমতা, যে বাক্যগুলির অনেকগুলিই হয়তো আজও কেউ বলেনি বা শোনেনি। ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা সম্পর্কে গবেষণা করে কতকগুলি সার্বিক *

* বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এই গুলি হল—

1. যেখানেই মানুষ আছে, সেখানেই ভাষা আছে। আদিম ভাষা বলে কিছু নেই।

2. সব মানুষের ভাষাই সমান জটিল এবং মহাবিশ্বের যেকোন ধারণা প্রকাশের ভাষা সমভাবে সক্ষম।

3. যেকোন ভাষার শব্দ ভান্ডারকে নতুন ধারণা প্রকাশের সুবিধার্থে নতুন শব্দ গ্রহণ করে সমৃদ্ধ করা যায়।

4. সব ভাষাই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়।

5. সব মানুষের ভাষাতেই কতকগুলি সসীম সংখ্যক ধ্বনি যা ইঙ্গিত করে যেগুলি জোড়া লাগিয়ে অর্থপূর্ণ একক বা শব্দ তৈরি করা হয় এবং এই শব্দগুলিকে আবার জোড়া লাগিয়ে অসীম সংখ্যক সম্ভাব্য বাক্য তৈরিও করা যায়।

6. সব ভাষার শব্দ ও বাক্যগঠনের সূত্রগুলি প্রায় একই ধরনের।

7. প্রতিটি কথ্য ভাষায় বিচ্ছিন্ন - একক আছে, যেগুলিকে ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা যায়। প্রতিটি কথ্য ভাষার স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি আছে।

8. সব ভাষাতেই ব্যাকরণে পদ যেমন বিশেষ্য, ক্রিয়া ইত্যাদি দেখতে পাওয়া যায়।

9. সব ভাষাতেই না - বাচকতা, প্রশ্ন করা, আদেশ দেওয়া, অতীত বা ভবিষ্যত নির্দেশ করা, ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে।

10. মানুষের ভাষার ভাষায় যে পার্থক্য, তার কোন জৈবিক কারণ নেই, যেকোন সুস্থ স্বাভাবিক মানব শিশু পৃথিবীর যেকোন ভৌগোলিক, সামাজিক, জাতিগত বা অর্থনৈতিক পরিবেশে যে কোন ভাষা শিখতে সক্ষম;

• **বিশ্বের ভাষা পরিবারের শ্রেণি বিভাগ (Classification of World - Linguistic Family)**:— বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষাকে এক সঙ্গে ভাষা পরিবার বা ভাষা গোষ্ঠী বলে। পৃথিবীতে প্রায় পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার ভাষা এবং তিন হাজার উপভাষা বিদ্যমান (De - Blij, 1993)। এর মধ্যে আফ্রিকাতেই দুই হাজার এবং ভারতেই প্রায় ছয় শত ভাষা রয়েছে। তবে বর্তমানে পৃথিবীতে 7097 টি (2018 ভাষায় মানুষ কথা বলে।

Utah Foreign Language Association (UFLA) অনুযায়ী বিশ্বের ভাষাগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় —

1. স্থানিক বা অঞ্চলগত (Areal) শ্রেণিবিভাগ,
2. ভাষার সাংকেতিক (Typological) শ্রেণিবিভাগ, ও
3. ভাষার বংশবৃদ্ধি (Genetic) বা উৎপত্তিগত শ্রেণিবিভাগ।

বিখ্যাত ভাষাবিদ মাইক হ্যামন্ড (Dr. Mike Hammond 1977) পৃথিবীকে বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা পরিবারের বিভক্ত করেছেন,

নিচে সার্বজনীনতার ভিত্তিতে বিশ্বের ভাষা পরিবারের উল্লেখ করা হল — 1. ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাগোষ্ঠী – i.) জার্মান ভাষা গোষ্ঠী, ii) রোমান ভাষা গোষ্ঠী, iii.) স্লোভিক ভাষা গোষ্ঠী, iv.) বাল্টিক ভাষা গোষ্ঠী, v.) আলবেনিয়ান ভাষা গোষ্ঠী, vi.) গ্রিক ভাষা গোষ্ঠী, vii.) আমেরিকান ভাষা গোষ্ঠী ও, viii.) ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষা গোষ্ঠী,

2. আফ্রো - এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠী,
3. নাইজার - কঙ্গো ভাষা গোষ্ঠী.
4. সাহারান ভাষা গোষ্ঠী,
5. সুদানিক ভাষা গোষ্ঠী,
6. খোইসান ভাষা গোষ্ঠী,
7. ইউরাল - আলটাইক ভাষা গোষ্ঠী,
8. সিনো - তিব্বতীয় ভাষা গোষ্ঠী,
9. জাপানিজ এবং কোরীয় ভাষা গোষ্ঠী,
10. দ্রাবিড়ীয় ভাষা গোষ্ঠী,
11. অস্ট্রো - এশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠী,
12. মালয় - পলিনেশিয়ান ভাষা গোষ্ঠী,
13. পাপুয়ান এবং অস্ট্রেলিয় ভাষা গোষ্ঠী,
14. আমেরিকা - প্রেরতী ভাষা গোষ্ঠী,
15. অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠী – i.) বাস্ক, ii.) ককেশীয়, iii.) আন্দামানীয়, iv.) ভিয়েতনামীয়, v.) প্যালি ও এশিয়াটিক ও, vi.) এস্কিমো – এলিউট।

Scanned with CamScanner

বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষা ও তার জনসংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	ভাষা পরিবার	প্রধান ভাষা	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	প্রচলিত যে সব দেশে প্রচলিত
১.	চিনো-তিব্বতীয়	মান্দারিন (চীন)	১২৫৬	চীন, তাইওয়ান.
2.	ইন্দো-ইউরোপীয়ন	ইংরেজি	৩৬০	ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র.
৩.	ইন্দো-ইউরোপীয়ন	স্প্যানিশ	২৬৫	স্পেন.
৪.	ইন্দো-ইউরোপীয়ন	হিন্দি	২৬০	ভারত.
৫.	ইন্দো-ইউরোপীয়ন	রাশিয়ান	২১০	রাশিয়া.
৬.	আফ্রো-এশিয়াটিক	আরবী	১৬৮	বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম,
৭.	ইন্দো-ইউরোপীয়ন	বাংলা	১৬৮	বাংলাদেশ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম,
৮.	ইন্দো-ইউরোপীয়ন	পর্তুগীজ	১৫০	পর্তুগাল,
৯.	জাপানি-কোরীয়	জাপানী	১২০	জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া,
১০.	ইন্দো-ইউরোপীয়ন	জার্মান	১০০	জার্মানী

পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এই দুটি ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তবে বিশ্বের ভাষাবিদরা পৃথিবীর ভাষাগুলিকে প্রধানত পাঁচটি ভাষা গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন, নীচে এই ভাষা গোষ্ঠী ও তার প্রধান ভাষাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল —

1.) ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা গোষ্ঠী (Indo-European Languages - Family) :— পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলে। এই ভাষাগুলি একই আদি ভাষা প্রোটো-ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা থেকে গৃহীত হয়েছে, এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষদের কুর্গানস (The Kurgans) বলা হয়, প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী 4300 খ্রিস্ট পূর্বাব্দে কুর্গানস জাতির পরবর্তী মানুষের কালে (The Kurgans) অস্তিত্ব ছিল। যাদের বাসভূমি ছিল কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে ভোল্গা নদীর কাছে স্তেপ তৃণক্ষেত্রে,

• **প্রধান অঞ্চল (Major Region):**- বিশ্বের প্রায় 2.562 বিলিয়ন (44.78%) মানুষ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যেমন — সমগ্র ইউরোপ, রাশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, ইরান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই ভাষা বিস্তার লাভ করেছে।

• **প্রধান ভাষা (Major Language):**- ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পরিবারের বিভিন্ন ভাষা গুলি হল — গ্রিক, ফ্রেন্স, পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, রোমান, কেলটিক, বাল্টিক স্লাভিক, আলবেনীয়, টিউটনিক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

• **ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (Classification of Indo-Europun Language):**- ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার পরিবারের প্রধান শাখাগুলি হল — i.) জার্মান ভাষাগোষ্ঠী, ii.) রোমান ভাষাগোষ্ঠী, iii.) স্লোভিক ভাষাগোষ্ঠী, iv.) বাল্টিক-ভাষাগোষ্ঠী, v.) আলবেনিয়ান ভাষাগোষ্ঠী, vi.) গ্রিক, vii.) আমেরিকান ও viii.) ইন্দো-ইরানিয়ান।

বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষাগোষ্ঠী ও তার জনসংখ্যা

ক্রমিক সংখ্যা	ভাষা পরিবার	জীবন্ত ভাষা	জন সংখ্যা	শতাংশ	যে সব দেশে প্রচলিত
১.	ইন্দো-ইউরোপীয়ন	৪৪৪	৩০৮৯৭৮-৫৬৭১	৪৫.৫৬%	আফগানিস্তান, পাকিস্তান, আলবেরিয়া, আর্মেনিয়া, স্পেন, পর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, বাংলাদেশ, ভারত, বেলজিয়াম, বেলারুশ, বসনিয়া, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, কানাডা, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, ইতালি, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ।
২.	সিনো-তিব্বতীয়	৪৫৩	১৩৭০৫২-৩১৭৫	20.22%	ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, থাইল্যান্ড।

ক্রমিক সংখ্যা	ভাষা পরিবার	জীবন্ত ভাষা	জনসংখ্যা	শতাংশ	যে সব দেশে প্রচলিত
৩.	আফ্রো-এশিয়াটিক বা সেমিটো-হ্যামিটিক	৩৬৬	৪৯৬৫-৫২০০৪	৭.৩৩%	আলজেরিয়া, চাদ, মিশর, সুদান, লিবিয়া, তানজানিয়া, সোমালিয়া, মাল্টা, মালি, ইথিওপিয়া, ইরান, ইরাক, জর্ডন, আরব উপদ্বীপের দেশ সমূহ।
৪.	অস্ট্রোনেশি-য়ান	১২২৪	৩২৪২০-৮০৮২	৪.৭৮%	ব্রুনি, কম্বোডিয়া, চিলি, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, নাউরু, নিউজিল্যান্ড, পালাউ, ফিলিপাইন, সামোয়া, সোলোমন, থাইল্যান্ড, সুরিনাম প্রভৃতি দেশ,
৫.	আফ্রিকার ভাষাগোষ্ঠী বা নাইজার ও কঙ্গো	১৫২৭	৫১১৪৩-৭৮০১	৭.৫৫%	অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বুরুন্ডি, কঙ্গো, ঘানা, লেসোথো, নামিবিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া, রোয়ান্ডা, সেনেগাল, টোগো, উগান্ডা, জাম্বিয়া, জিম্বাবোয়ে প্রভৃতি দেশ,

Scanned with CamScanner

A.) জার্মানিক ভাষাগোষ্ঠী (Germanic Languages Family) :–
জার্মান ভাষা গোষ্ঠী ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর একটি শাখা। এই জার্মান ভাষা গোষ্ঠীর আবার প্রধান তিনটি উপশাখা আছে। যেমন – i.) উত্তর জার্মানী শাখা– সুইডিশ, ড্যানিস ইত্যাদি ভাষা এর অন্তর্গত।
ii.) পূর্ব জার্মানি ভাষা – গথিক ভাষা এর অন্তর্গত, ইউক্রেনের লোকেরা এই ভাষার কথা বলে।
iii.) পশ্চিম জার্মানি শাখা – এদের মধ্যে আধুনিক ইংরেজি, অ্যাংলো-স্যাক্সন, কেল্টিক, জার্মান, ডাচ, ফ্লেমিস এই ভাষার অন্তর্ভুক্ত।
B.) ল্যাটিন বা রোমান ভাষাগোষ্ঠী (Latin or Romance Languages Family) :— ল্যাটিন ভাষা গ্রুপ রোমান ভাষাগোষ্ঠী নামে পরিচিত, এই ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাগুলি হল – ফরাসি, ইতালীয়, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ক্যাতালান ও রোমানীয়। এদের মধ্যে স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ ভাষা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে।
C.) বাল্টো-স্লাভিক ভাষা গোষ্ঠী (Balto-Slavic Languages Family) :— ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অন্য একটি শাখা বাল্টো-স্লাভিক ভাষা। এই ভাষা পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রধানত এই ভাষা অপ্রধান শাখাকে সনাক্ত করা হয়েছে। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাই এই আঞ্চলিক ভাষা সৃষ্টির কারণ। পূর্ব স্লাভিক ভাষায় প্রায় 25 কোটি রাশিয়ান মানুষ কথা বলে। প্রধানত ইউক্রেন ও বৃহত্তর রাশিয়াতে এই স্লাভিক ভাষার বিস্তার ঘটেছে। পশ্চিম স্লাভিক ভাষা পোলান, চেক এবং দক্ষিণ স্লাভিক ভাষা হতে বেলজিয়াম, ম্যাসিডোনিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষা উৎপন্ন হয়েছে।
D.) ইন্দো-ইরানিয়ান ভাষা গোষ্ঠী (Indo-Iranin Languages-Family) :— ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রায় 100 টি বেশি ভাষা রয়েছে। এই ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রায় 80 কোটি মানুষ বর্তমান। এই অঞ্চলের ভাষাকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এই ভাষা গোষ্ঠীর পূর্ব শাখার অন্তর্গত ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অধিবাসীরা ইন্দিক শ্রেণির ভাষা ব্যবহার করে, পশ্চিমে ইরানীয় ভাষায় প্রায় ৫ কোটি লোক কথা বলে। পাকিস্তানের প্রধান ভাষা উর্দু। ভারতের রাষ্ট্রীয় যোগাযোগের ভাষা হিন্দি। যা –
*

* মূলত: উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ও বাংলাদেশে বাংলা ভাষাভাষী লোক দেখা যায়। উত্তর ভারতে — ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা ও দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষা হতে উদ্ভূত শ্রীলঙ্কার সিংহলী ভাষা এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

E.) ইরানী ভাষাগোষ্ঠী (Iranian Languages Family):—

এই ভাষা প্রধানত এশিয়া মহাদেশের পশ্চিমের দেশগুলিতে দেখা যায়। এই ভাষার অন্তর্গত দেশগুলি হল ইরান, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান। ইরানের ফার্সি, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের পাস্তো এবং ইরান, ইরাক ও তুরস্কের কুর্দিস ভাষা এই ভাষার অন্তর্গত। ইরান ও তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চলে মিশ্র ভাষা প্রচলিত আছে, কিন্তু এদের হরফ আরবী।

2.) সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠী (Sino-Tibetan Languages-Family):— জনসংখ্যার বিচারে সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠী পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম (22.28%) ভাষাগোষ্ঠী। বিশ্বের প্রায় 1.276 বিলিয়ন (22.28) লোক এই ভাষায় কথা বলে। সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠী প্রধানত চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে লক্ষ্য করা যায়। চীন দেশের অধিকাংশ অধিবাসী এই ভাষা ব্যবহার করে। মান্দারিন, মীন, ক্যান্টোনিজ, উইয়ি এবং হাক্কা হল সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা। সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীর দ্বিতীয় শাখাটি হল তিব্বতীয়-বার্মা, যে ভাষা মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে প্রচলিত।

3.) সেমিটো-হ্যামিটিক ভাষাগোষ্ঠী (Semito-Hametic Languages-Family):— সেমিটো-হ্যামিটিক ভাষাগোষ্ঠীকে আফ্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠীও বলা হয়। বিশ্বের প্রায় 340 মিলিয়ন (5.93%) লোক এই ভাষায় কথা বলে, আরবি ভাষা, হিব্রু ভাষা এবং উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার কয়েকটি দেশের উপভাষা এই ভাষাগোষ্ঠী অন্তর্গত। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ জিন্দা আবেস্তা, খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ কোরান এই ভাষায় লেখা। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ আবেস্তা (Zend Avesta) এবং ওল্ড টেস্টামেন্ট হিব্রু ভাষায় রচিত, মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ কোরান আরবি ভাষায় রচিত, আরবি হল সেমিটো-হ্যামিটিক ভাষাগোষ্ঠীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভাষা।

Scanned with CamScanner

4.) আফ্রিকার ভাষাগোষ্ঠী (African Languages Family):

আফ্রিকা মহাদেশে প্রায় 2000 ভাষা এবং কয়েক হাজার উপভাষা রয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় 40টি ভাষায় মানুষ সব থেকে বেশি কথা বলে। এই ভাষায় প্রায় এক মিলিয়ন লোকেরা কথা বলে। সাহারা মরু অঞ্চলে নিগ্রো কঙ্গো ভাষা প্রচলিত। আফ্রিকায় অসংখ্য ভাষা প্রচলিত থাকলেও বিভিন্ন ভাষার মধ্যে পার্থক্য কম লক্ষ্য করা যায়। আফ্রিকার ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষাগুলি হল হাউসা, জুলু, ইবো, সোমালি, আকান, মোসাংগো, গুর, আদামাওয়া, কা, বেনুই-কঙ্গো প্রভৃতি।

5.) অস্ট্রোনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠী (Austronesia Languages-Family):—

মালয় পলিনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠী অস্ট্রোনেশিয়ান ভাষাগোষ্ঠী নামে অধিক প্রচলিত। এই ভাষাগোষ্ঠী এশিয়ার মহাদেশের মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন দেশে দেখা যায়। এছাড়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ হাওয়াই ও ইস্টার আইল্যান্ডে এবং মাদাগাস্কার দ্বীপে এই ভাষার প্রচলন রয়েছে। সুতরাং উত্তরে তাইওয়ান - হাওয়াই থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত এই ভাষা দেখা যায়। চ্যাম (Cham) এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা।

এছাড়াও আরো বিশ্বে অসংখ্য ভাষাগোষ্ঠী রয়েছে যেমন উরাল-আলতাই ভাষাগোষ্ঠী, জাপানি - কোরীয় ভাষাগোষ্ঠী, পাপুয়া - অস্ট্রেলীয় ভাষাগোষ্ঠী, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী ও অ্যামেরিন্ডীয় ভাষাগোষ্ঠী।

• ভারতীয় ভাষাগোষ্ঠী (Indian Languages Family):—

ভারত বহু ভাষার দেশ, ভাষাগত বৈচিত্র্যতা ভারতীয় জনসাধারণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, ভারতের সংবিধান (Article 343) অনুযায়ী 22টি প্রধান ভাষা (অফিসিয়াল ভাষা), 13টি লিপি এবং 720টির মত উপভাষা রয়েছে। 22টি প্রধান ভাষায় প্রায় 96.71% লোকে কথা বলে। এদের মধ্যে হিন্দি হল সরকারী ভাষা।

ভারতে ভাষাগত বৈচিত্র্যের প্রথম সরকারী সমীক্ষা 1898 সাল থেকে 1928 সাল পর্যন্ত স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন (Sir George Abraham Grierson) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। এই সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে মোট 179টি ভাষা এবং

Scanned with CamScanner

* 544টি ভাষা রয়েছে।

The People's Linguistics Survey অনুযায়ী ভারতে 66টির বেশী স্ক্রিপ্ট এবং 780টির ও বেশী ভাষা রয়েছে। বর্তমানে The People of India (POI) দ্বারা সমীক্ষা প্রতিবেদনে 325টি ভাষার উল্লেখ আছে, যা 5633টি ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

• **ভারতের ভাষাগোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ (Classification of Languages Family):—** ভারতের ভাষাগোষ্ঠীকে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

1. ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী বা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী
2. দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী।
3. অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী ও।
4. সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠী।

ভারতের ভাষার শ্রেণীবিভাজন

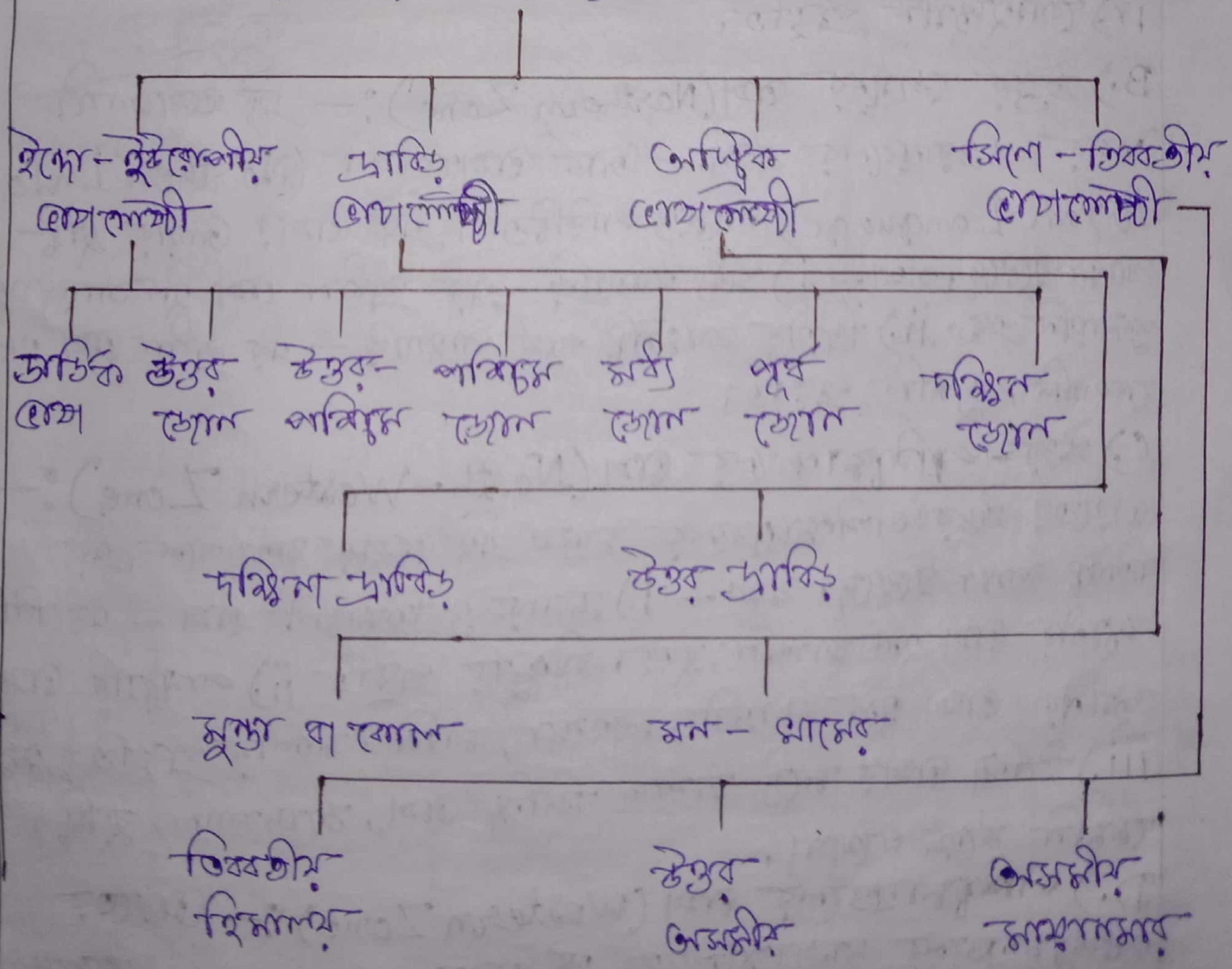

1. ইন্দো - আর্য ভাষাগোষ্ঠী বা - ইন্দোইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠী (Indo-Aryan or Indo-European Languages Family):-

ভারতে এই গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগোষ্ঠী হল ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী। একে আবার 'ইন্ডিক' (Indic) ভাষা গোষ্ঠীও বলা হয়, ভারতে এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ সর্বাধিক। ভারতের প্রায় 78.05% জনগণ ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

• প্রধান ভাষা অঞ্চল (Major Region):- প্রধানত সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই ভাষা প্রচলিত। হিন্দি, বাংলা, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, গুজরাটি, সিন্ধি মারাঠি, ওড়িয়া, সংস্কৃত, অসমীয়া এবং উর্দু।

A.) দার্দিক ভাষা (Dardic Language):- এই ভাষা প্রধানত কাশ্মীরি, সিনা, দোমাকি, কুওয়ার ডলহি, কুলা, চিত্রাল, কোহিস্থানি নিয়ে গঠিত। আসলে কিছু স্থানীয় ভাষা নিয়ে এই ভাষাগোষ্ঠী গঠিত। কাশ্মীর উপত্যকা, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান সীমানায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে এই ভাষা লক্ষ্য করা যায়। এর আবার চারটি শাখা রয়েছে। যথা - i) সিনা, ii) কুলা, iii) চিত্রাল ও iv) কোহিস্থানি প্রভৃতি।

B.) উত্তর জোনের ভাষা (Northern Zone):- এই ভাষাগোষ্ঠী আবার উত্তরাঞ্চলের ইন্দো - আর্য ভাষাগোষ্ঠী (Northen Indo-Aryan Language) নামেও পরিচিত। এই ভাষার আবার দুটি শাখা রয়েছে। যথা - i.) মধ্য পাহাড়ি - এর প্রধান ভাষা হল গাড়োয়ালি, কুমায়নি এবং ii.) দ্বিতীয় শাখাটি পূর্ব পাহাড়ি - এর প্রধান ভাষা হল নেপালি, জুমলি প্রভৃতি।

C.) উত্তর - পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা (North-Western Zone):- ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। এর তিনটি শাখা রয়েছে। যথা - i.) ডোগরি ও হিমাচলী ভাষা - এর বিভিন্ন স্থানীয় ভাষা হল কাংড়ি, কুলু, সিরমুরি প্রভৃতি ii.) পাঞ্জাবি ভাষার স্থানীয় ভাষা হল মাজ্বী, লাহন্দা, মাঝি, মালওয়ি প্রভৃতি - এবং iii.) সিন্ধি ভাষার মধ্যে রয়েছে সিন্ধি ভাষা, থারপারি, কুচ্ছি, মেমনি উল্লেখযোগ্য,

D.) পশ্চিমাঞ্চলের ভাষা (Western Zone):- ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এই ভাষার প্রচলন রয়েছে। রাজস্থানি, মাড়োয়ারি, মালবি, ভীল, গুজরাটি, খান্দেশী, জৌনসারি ও

Scanned with CamScanner

রমানি হল এই অঞ্চলের ভাষা।

E.) মধ্যাঞ্চলের ভাষা (Central Zone):- এখানকার প্রধান ভাষা হল পার্য (Parya)। প্রায় 4000 জন লোক এই ভাষায় কথা বলে। অন্যান্য ভাষার মধ্যে রয়েছে, হিন্দুস্তানি, ব্রজ, বুন্দেলি, খিড়ি, হিন্দি, বাঘেলি ও ছত্তিসগড়ি প্রভৃতি। এর দুটি শাখা হল পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দি এবং পূর্বাঞ্চলের হিন্দি।

F.) পূর্বাঞ্চলের ভাষা (Eastern Zone):- এখানকার প্রধান ভাষাগুলি হল বিহারি, ওড়িয়া, বাংলা এবং অসমীয়া প্রভৃতি।

G.) দক্ষিণাঞ্চলের ভাষা (Southern Zone):- ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে এই ভাষার প্রচলন দেখা যায়। এই ভাষা মহারাষ্ট্রি প্রাকৃত (Maharasthri Prakrit) ভাষা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। মারাঠি, কঙ্কণী, ইনসুলার দ্বীপের এখানকার প্রধান ভাষা।

ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগোষ্ঠী ও তার জনসংখ্যা

ভাষাগোষ্ঠী	প্রধান ভাষা	ভাষা অঞ্চল	জনসংখ্যা শতাংশের হিসাবে	জনসংখ্যা (2018) মিলিয়ন
ইন্দো-আর্য ভাষাগোষ্ঠী	হিন্দি, বাংলা, পাঞ্জাবি, রাজস্থানি, গুজরাটি, সিন্ধি, মারাঠি, ওড়িয়া, সংস্কৃতি, অসমীয়া, উর্দু ইত্যাদি।	জম্মু ও কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, ওড়িশা, আসাম পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি।	৭৮.০৫%	১০৩৫.
দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী	তেলেগু, তামিল কানাড়া, মালয়ালম	তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, কেরালা	২০.৫%	২৭৭
অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী	খাসি, সাঁওতালী মুন্ডা, কোল, ভূমিজ ও মন-খমেরের	ছোটনাগপুর মালভূমি, ওড়িশা, ছত্তিসগড় ও পশ্চিমবঙ্গ	২%	১০ থেকে ৬
চীনা-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠী	চম্বা, ভুটিয়া, লাহুলি, কিন্নরী, লেপচা, মণিপুরি	হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাংশের মণিপুরি, ত্রিপুরা, আসামের	০.৫%	২ থেকে ৪

Scanned with CamScanner

ভাষাগোষ্ঠী	প্রধান ভাষা	ভাষা অঞ্চল	জন সংখ্যার আদমশুমারি এর বিচারে	জন সংখ্যা (2018) মিলিয়নে
সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠী	গারো, ত্রিপুরী, সিকিম এবং লুসাই	উত্তরাঞ্চলে, মেঘালয়ের কিছু অংশে এবং সিকিম ও দার্জিলিং	0.6%	2 থেকে 4

2. দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠী (Dravidian Languages Family):—

ভারতের প্রায় 20.5% জনগণ দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভারতে আর্য ভাষাগোষ্ঠীর পূর্বে এই ভাষার প্রচলন ছিল। প্রধানত দক্ষিণ ভারতে এই ভাষার প্রচলন দেখা যায়।

~~● প্রধান ভাষা (Major Languages)~~ :— ~~এই ভাষাগোষ্ঠীর~~

● **প্রধান অঞ্চল (Major Region):—** ভারতের তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে এই ভাষার প্রচলন রয়েছে। এছাড়া শ্রীলঙ্কার কিছু স্থানে, দক্ষিণ পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলে, দক্ষিণ আফগানিস্তানের কিছু অঞ্চলে এবং নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং সিঙ্গাপুর দেশেও সামান্য হলেও এই ভাষার প্রচলন রয়েছে।

● **প্রধান ভাষা (Major Languages):—** এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা হল তেলেগু, তামিল, কানাড়া, মালয়ালম প্রভৃতি। এছাড়া পূর্ব ভারতের কুরুখ (Kurukh) এবং মধ্য ভারতের গোন্ডী ভাষাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

● **শ্রেণীবিভাগ (Classification):—** অধিকাংশ গবেষকদের মতে, দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীকে প্রধানত তিনটি উপভাগে ভাগ করা যায়:— A.) দক্ষিণ দ্রাবিড় ভাষা অঞ্চল, B.) মধ্য দ্রাবিড় ভাষা অঞ্চল এবং C.) উত্তর দ্রাবিড় ভাষা অঞ্চল, তবে বিখ্যাত দ্রাবিড়িয়ান ও ভাষাবিদ কৃষ্ণমূর্তি (Bhadriraju Krishnamurti, 2001) দক্ষিণ দ্রাবিড় ভাষা অঞ্চলকে দুটি উপভাগে ভাগ করেছেন। তা হল দক্ষিণ মধ্য ভাষা অঞ্চল এবং দক্ষিণ দ্রাবিড় ভাষা অঞ্চল। নীচে এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা অঞ্চলগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

A.) দক্ষিণ দ্রাবিড় ভাষা অঞ্চল (South Dravidian — Language Region):— ভারতের সর্ব দক্ষিণের

Scanned with CamScanner

রাজ্য গুলিতে এই ভাষার প্রচলন রয়েছে। তামিল, কানাড়া এবং মালয়ালম এই ভাষার অন্তর্গত। তামিলনাড়ু ও শ্রীলঙ্কাতে তামিল ভাষা, কেরালা ও লাক্ষাদ্বীপে মালয়ালম ভাষা এবং কর্ণাটকে কানাড়া ভাষার প্রচলন দেখা যায়। স্থানীয় টুলু, কোডা, কুর্গি ও বেডা এই ভাষার অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে 1500 বছর পূর্বে তামিল ভাষা থেকে মালয়ালম ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।

B.) উত্তর দ্রাবিড় ভাষা অঞ্চল (North Dravidian Language Region):— এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা হল তেলেগু ভাষা, উল্লেখযোগ্য ভারতে প্রথম তেলেগু ভাষার ভিত্তিতে অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। তেলেগু ছাড়া গোন্ডী, কুঁড়ুখ, মালের, কৌ, পারজি এই ভাষার অন্তর্গত। প্রধানত অন্ধ্র প্রদেশ ও তেলেঙ্গানা রাজ্যে এই ভাষা লক্ষ্য করা যায়,

3.) অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠী (Austric Languages Family):—

প্রকৃতপক্ষে অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাগোষ্ঠী থেকে অস্ট্রিক ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, যা পূর্বে 'মন-খমের' (Mon-Khmer) নামে পরিচিত ছিল। এই ভাষা প্রধানত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভাষা। এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা হল মুন্ডা, কোল, খাসি, মুন্ডুক ও মন-খমের প্রভৃতি। এই ভাষাগোষ্ঠীর দুটি উপবিভাগ রয়েছে —

A.) মুন্ডা বা কোল ভাষা (Munda or Kol Languages):—

এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা হল মুন্ডা, যা 14টি উপ-জাতীয় ভাষা নিয়ে গঠিত। পূর্ব ভারতের খেরওয়ারী এই ভাষার অন্তর্গত। ভারতের ছোটনাগপুর মালভূমি, ওড়িশা, ছত্তিসগড় ও পশ্চিমবঙ্গে এই ভাষার প্রচলন রয়েছে। সাঁওতালি, মুন্ডারি, হো, বিরহোড়, ভূমিজ, কোরয়া, কোরকু এই ভাষার অন্তর্ভুক্ত।

B.) মন-খমের ভাষা (Mon-Khmer Languages):—

মন-খমের ভাষা প্রধানত উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত। খাসি, নিকোবর এই ভাষাগোষ্ঠীর প্রধান ভাষা। মেঘালয় রাজ্যের খাসি উপজাতি এই ভাষায় কথা বলে,

4.) সিনো-তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠী (Sino-Tibetan Languages Family):— ভারতের হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর এই ভাষার প্রচলন দেখা যায়। প্রধানত চম্বা, ভুটিয়া, লাহুলি, কানৌরী, লেপচা এই ভাষার অন্তর্গত। এছাড়া মণিপুরি, গারো, ত্রিপুরী, মিকির এবং

লুসাই ও এই ভাষার অন্তর্ভুক্ত। হিমাচল প্রদেশের উত্তরাংশ — মো, মণিপুর, ত্রিপুরা, আসামের উত্তরাংশ মো, মেঘালয়ের কিছু অংশে এবং সিকিম ও দার্জিলিং — এর কিছু মানুষ এই ভাষার অন্তর্গত। এই ভাষা গোষ্ঠী তিনটি উপগোষ্ঠী বিভক্ত। যথা— তিব্বতীয় হিমালয়, উত্তর আসামীয় এবং আসামীয় মায়ানমার।

• ভাষাগোষ্ঠীর প্রসার ও ব্যাপন (Spread and Diffusion of — Languages):— ভাষার প্রসার প্রধানত মানুষের অভিগমনের (Migration) সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত। মানুষের অভিগমন হলো সাংস্কৃতিক স্থানান্তরিত হওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ। মানুষের অভিগমনের সাথে সাথে ভাষাও তার মূল উৎপত্তি স্থল থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন কারণ যেমন— ব্যবসা, বাণিজ্য, ধর্ম, উপনিবেশ স্থাপন, যুদ্ধ জয় প্রভৃতির জন্য ভাষার উৎপত্তি স্থল থেকে এর প্রসার ও ব্যাপন ঘটেছে।

• ইন্দো — ইউরোপীয় ভাষার ব্যাপন (Diffusion of Indo - Europ-ean Languages):— আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার বছর আগে পূর্ব ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়ার পাহাড়ি এলাকায় ইন্দো— ইউরোপীয় ভাষার গোড়াপত্তন হয়েছিল। ইন্দো— ইউরোপীয় ভাষা যদিও অনেক প্রাচীন তবে এর ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে ১৫ শতক থেকে ১৮ শতকের মধ্যে। যে সময় মানুষ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিভ্রমণ করেছে। ফলে মানুষ — মানুষে ভাব বিনিময়ের কারণে ভাষার দ্রুত প্রসার ঘটে। এই ভাষার প্রসারের পিছনে উপনিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উপনিবেশ সৃষ্টির কারণে মানুষের অভিগমন অপেক্ষা অনেক বেড়ে যায়। উপনিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইটালি, স্পেন, ফ্রান্স, পর্তুগিজ ও ইংরেজরা অগ্রে ছিল। ফলে এই চারটি ভাষার বিস্তৃতি বেশি দেখা যায়।

• আফ্রিকার ভাষা বা সেমিটো হ্যামিটিক ভাষার ব্যাপন (Diffusion of Afrika or Semito — Hametic Languages):—

এই ভাষার বিস্তৃতি প্রধানত পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকাতেই সীমাবদ্ধ। ভাষার বিস্তৃতির পিছনে ধর্মপ্রচারকগণই বেশি ভূমিকা নিয়েছে। কালক্রমে ইসলাম ধর্ম আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তার করে, নাইজেরিয়ার উত্তর অঞ্চল, নাইজার, চাদ, বুর্কিনাফাসো ইত্যাদি দেশে সেমিটো হ্যামিটিক ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এছাড়া অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমানরা স্পেন, ফ্রান্স এবং ইটালি নিজেদের

আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়, এবং সেই থেকে এই ভাষার প্রসারণ শুরু হয়।

• অস্ট্রোনেশিয়ান বা মালয়-পলিনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর ব্যাপন (Diffusion of Austronesian or Malay Polynesian-Languages):— দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রায় ৫ হাজার বছর আগে অস্ট্রোনেশিয়ান বা মালয়-পলিনেশীয় ভাষাগোষ্ঠীর বিস্তৃতি শুরু হয়। এই ভাষা সুস্পষ্টভাবে কেবল দক্ষিণেই প্রসারিত হয়েছে। বিশেষ করে, মালয় উপদ্বীপের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষা ছড়িয়ে পড়ে। এই ভাষার ব্যাপ্তি পূর্বে ইস্টার আইল্যান্ড তথা নিউজিল্যান্ড এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার আইল্যান্ড পর্যন্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ভাষাগোষ্ঠীর উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মূল ভূখণ্ড হলেও আজকের দিনে সেখানে এই ভাষা চর্চা নেই। তবে প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রায় সব দুর্গম দ্বীপগুলোতে এই ভাষার প্রভাব ছিল।

এইভাবে সারা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষার প্রসার ও ব্যাপন ঘটে যে কারণে বিশ্বের ভাষার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বিস্তার লাভ করেছে। যে কারণে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার প্রসার ও ব্যাপনের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

Scanned with CamScanner